ডিনার

BanglaBook.org

শেখ আবদুল হাকিম

কুক্ষণই বলতে হবে, আজ তেরো তালা থেকে এলিভেটরে চড়লো সাইফুল ইসলাম।

দিন-ক্ষণ, শুভ-অশুভ ইত্যাদি বিচার করে চলা, এটা সে তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। পঞ্জিকা না দেখে তিনি তো ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত মাড়াতেন না। তেরো মন্দ ভাগ্য বয়ে আনে, কোনো যুক্তি বা কারণ ছাড়াই তা বিশ্বাস করে সাইফুল। আনলাকি থারটিন, এই প্রচার-মাহাত্ম্যই হয়ত এর জন্যে দায়ী।

বারো তালায়, একটা ইণ্ডেন্টিং ফার্মে চাকরি করে সাইফুল। একটা কৌতূহল ছিলো তার, তাই আপিস ছুটির পর সিঁড়ি বেয়ে তেরো তালায় উঠলো। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট-এর কাজে অভিজ্ঞ একজন লোক নেয়া হবে বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্ম, কাল ইণ্টারভিউও হয়ে গেছে। চাওয়া হয়েছিল

ইণ্টারমিডিয়েট, কিন্তু এম.এ., বি.এ. সহ পরীক্ষা দিয়েছে এগারো-জন, তাদের মধ্যে সাইফুলের ছোট ভাইটাও আছে। ছোটকুর চাকরি যে হবে না, সেটা আগেই টের পেয়েছে সাইফুল। মালিকের নির্দেশে এতগুলো লোককে ইণ্টারভিউয়ের জন্যে ডাকা হলেও, চাকরিটা নিজের ভাইপোর জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছে ফার্মের ম্যানেজার।

বন্ধ একটা দরজার সামনে কয়েকজন অসন্তুষ্ট লোককে জটলা পাকাতে দেখলো সাইফুল। কেউ আসতে বলেনি, যে যার নিজের গরজেই এসেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদমুখর একজন লোক শার্টের আস্তিন গুটিয়ে জানতে চাইছে, এই অন্যায়ের কি কোনো প্রতিকার নেই? ইণ্টারভিউয়ে আমরা কে কত নম্বর পেয়েছি তা না জেনে এখান থেকে এক পা-ও নড়বো না। ইত্যাদি। দরজার কবাটে সাঁটা কাগজে একবার চোখ বুলিয়ে ভিড় ঠেলে পিছিয়ে এলো সাইফুল। তার ধারণাই ঠিক, চাকরিটা ম্যানেজার নিজের ভাইপোকেই দিয়েছে। বাড়ি ফেরার তাগাদা অনুভব করলো সে।

ভিড় থেকে আরো একজন লোক পিছিয়ে এলো ওর সাথে। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স হবে লোকটার, রোগা-পাতলা, চেহারাটা তীক্ষ্ণ—কবি কবি ভাব। সন্ধ্যে হয়ে এলেও, গগলস্ পরে আছে সে। তার ঠোঁটে তিক্ত একটু হাসি দেখে সাইফুল সহানুভূতির চোখে তাকালো, জানতে চাইলো, 'আপনি বুঝি ইণ্টারভিউ দিয়েছিলেন?' তার মনেই থাকলো না এটা তেরো তালা। দু'জন একই সাথে এলিভেটরের দিকে এগোলো ওরা।

'হ্যাঁ,' বললো লোকটা। 'এম. এ., তার ওপর আট বছরের অভিজ্ঞতা,' অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো সে, 'তবু হলো না। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। 'প্রতিবাদ করে কিছু লাভ আছে?' কথায় কথায় জানা গেলো, লোকটার নাম জাহিদ হাসান।

দপ করে জ্বলে উঠলো লাল বালব, ওপর থেকে নেমে এসে থামলো এলিভেটর। শেষ মুহূর্তে আরো একজন লোক উঠলো ওদের সাথে। ক্ষুদে একটা ইণ্ডাস্ট্রির মালিক, নাম আবুল খায়ের। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ। তার হাতে ঢাউস আকৃতির একটা বল-পয়েন্ট কলম রয়েছে, বোতাম টিপলে খোলের ভেতর আলো জ্বলে। নিজের কারখানায় এই কলমই তৈরি করে সে। ব্যাটারী, বালব ইত্যাদি লাগে বলে খরচ একটু বেশি পড়ে, তাই মার্কেটে এখনো ধরাতে পারেনি। অনবরত বোতাম টিপছে সে, আলোটা জ্বলছে আর নিভছে। অপারেটরকে বাদ দিয়ে ওরা তিনজন হলো।

এটা একটা এক্সপ্রেস, ছয় তালার নিচে, ওঠা বা নামার সময়, কোথাও থামে না। ভেতরটা ব্রোঞ্জ আর ক্রোমিয়াম দিয়ে মোড়া, মসৃণ। আজ পর্যন্ত কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা যায়নি। সম্পূর্ণ নিরাপদ বলেই মনে হয়। এরপর বারো তালায় থামলো, কার-এ উঠলো বিশালদেহী মধ্য-বয়স্ক এক লোক। ঘন ভুরু, কাঁচাপাকা চুল। লোকটার নাম জানা নেই সাইফুলের, তবে এক সময় জানার সুযোগ হবে—শফিকুর রহমান। এরপর অপারেটরের কল বোর্ডে, এগারো নম্বর ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। থাম-

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

লো এলিভেটর। দরজা একপাশে সরে যাবার পর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো দু'জন লোককে। একজন বৃদ্ধ, ষাটের কাছাকাছি হবে বয়েস। ভদ্রলোক স্যুট পরে আছেন, চোখে বাইফোকাল, স্টীল রিমের চশমা। ব্যাকব্রাশ করা চুল, হাতে ওয়াকিং স্টিক, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছেন লম্বা একটা পাইপ। অপর লোকটা সাইফুলের সম-বয়েসীই হবে, সাতাশ-আটাশ। লম্বা, একহারা চেহারা। সে একাই এলিভেটরে চড়লো। তার পিছন থেকে বৃদ্ধ চিৎকার করে বললেন, 'পুতুলকে সাবধানে থাকতে বলবি, আশরাফ। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামার সময় কাউকে যেন সাথে রাখে।' এলিভেটরে চড়ে যুবক বললো, 'সময় করে তুমি একবার এসো, আব্বু।' এলিভেটরে ওঠার পর দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়ালো সে। যার যার নিজের নিরাপত্তার খাতিরে এভাবে দাঁড়ানোই নিয়ম। এই সময় কাঁচাপাকা চুল, মধ্য-বয়স্ক বিশালদেহীর ওপর চোখ পড়লো সাইফুলের। এগারো তালা থেকে সদ্য উঠেছে আশরাফ, তার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

ঘন ভুরুর ভেতর তাঁর চোখ জোড়া দু'টুকরো আগুনের মতো জ্বলছে। আশরাফের মাথার পিছন দিকে তাকিয়ে আছে সে। এরকম অগ্নিদৃষ্টি কল্পনা করা যায় না, আশরাফের মাথাটা ভস্ম হয়ে যাবার কথা।

ব্যাপারটা কি হতে পারে আন্দাজ করে নিলো সাইফুল। ঘুরে দাঁড়াবার সময় নিশ্চই লোকটার পায়ের ওপর দাঁড়িয়েছে যুবক। ছোট্ট একটা জায়গায় কয়েকজন লোক গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালে এরকম তুচ্ছ অনেক ঘটনাই ঘটতে পারে। চোখে পড়লো বটে,

কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব বা মনোযোগ দিয়ে কিছুই লক্ষ্য করলো না সাইফুল।

দশ তালা থেকে কেউ উঠলো না। কোনো বিরতি ছাড়া আট এবং নয় তালাও পেরিয়ে এলো এলিভেটর। কেউ উঠতে চাইলে সাত আর ছয় তালায় থামবে, কিন্তু বোর্ডে আলো জ্বললো শুধু ছয় তালার ঘরে। এলিভেটর থামতে একজনই উঠলো—নিপেন ডাক্তার। নিপেন্দ্র কৃষ্ণ আসলে ডাক্তার নয়, কেরানী। ছয় তালার একটা পাবলিশিং কোম্পানীতে চাকরি করে সে। পরোপকারী লোক। সর্দি-জ্বর, বাত, পেটব্যথা, চুলকানি বা এ-ধরনের ছোটো-খাটো রোগে কেউ আক্রান্ত হলে যেচে পড়ে ওষুধ নিয়ে ছুটে যায়। এই বিল্ডিঙে বোধহয় এমন কেউ নেই যে নিপেনের চিকিৎসা পায়নি। বিনিময়ে কখনো কিছু চায় না সে, তবে কেউ কিছু দিলে সেটা ফিরিয়েও দেয় না। হাড় বেরিয়ে থাকা চেহারা, দেখে মনে হয় আজন্ম ক্ষুধার্ত। বাৎসরিক পিকনিকে, কে কতো খেতে পারে এই প্রতিযোগিতায়, প্রতি বছর প্রথম হয় সে।

অপারেটরকে ধরে আরোহী হলো সাতজন। ছোট্ট পরিসরে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে সবাই, দরজার দিকে মুখ করে। একেবারে একতালায় না নামা পর্যন্ত আর কোনো থামাথামি নেই। সাতজন, খুব বেশি বলা চলে না। ক্যাপাসিটির তুলনায় অনেক কমই। প্যানেলের গায়ে ফ্রেম করা একটা বোর্ড, তাতে একটা নোটিস দেখলো সাইফুল—মাত্র দশ দিন আগে পরীক্ষা করা হয়েছে এলিভেটর। সব কিছু ঠিক আছে।

ছ'তালা থেকে নামতে শুরু করলো এলিভেটর। ছ'পাঁচ সেকেণ্ড

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পর থেকেই ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করলো। কিন্তু সাথে সাথে টের পেলো না ওরা। সাইফুল ভাবলো, একতালার আগে আর যেহেতু থামছে না, তাই বোধহয় অপারেটর স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে। খুব উঁচু থেকে দ্রুত পড়তে শুরু করলে তলপেট খালি খালি লাগে, সাইফুলেরও সেরকম লাগলো। এর তার দিকে দ্রুত একবার চোখ বুলালো। ব্যাপারটাকে কেউ সিরিয়াসলি নিচ্ছে, এমন মনে হলো না। তার সবচেয়ে কাছে রয়েছে আশরাফ, ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকিয়ে হাসলো ও—কৌতূহল আর অস্বস্তি মেশানো হাসি। তারমানে, সে একাই ব্যাপারটা অনুভব করছে না। পিছনে হঠাৎ কে যেন শিস দিয়ে উঠলো—তা নয়, আসলে আটকে রাখা দম ছাড়লো কেউ।

বদ্ধ, নিশ্ছিদ্র একটা ঘর। কাজেই খাড়া স্যুডের গায়ে বসানো দরজাগুলোর চোখের পলকে ওপর দিকে উঠে যাওয়া কারো চোখে পড়লো না। অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে নামছে তারা, এটাই সবাই ধরে নিলো। শুধু অপারেটর ছাড়া।

কানে অদ্ভুত একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ পেলো সাইফুল। সেই সাথে অনুভব করলো, হাঁটুর জয়েন্ট যেন ঢিলে হয়ে গেছে, নড়বড় করছে ওগুলো, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাঁজ হয়ে যেতে চাইছে।

এটা যে স্বাভাবিক নামা নয়, কিছু একটা গোলযোগ দেখা দিয়েছে, অপারেটরের আচরণ দেখেই সেটা প্রথম ধরা পড়লো। কন্ট্রোল লিভার ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করছিল, হঠাৎ গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিলো সে। পরমুহূর্তে

একই ভঙ্গিতে নিজের দিকে টানলো। এই রকম বারবার, ঘন ঘন। লম্বা, সরু ফাটলের মাঝখানে সাবলীলভাবেই আসা-যাওয়া করছে লিভার, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া নেই—সাড়া দিচ্ছে না কার। ফাটলের শেষ মাথায় লিভারটা ঠেলে দিয়ে, সেখানেই সেটাকে চেপে ধরে রাখলো অপারেটর। শেষ মাথায় ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'স্টপ', কিন্তু তবু এলিভেটর থামলো না। থরথর করে কেঁপে উঠলো অপারেটরের হাত। শ্বাসরুদ্ধকর একটা সেকেণ্ড পেরিয়ে গেলো। পরমুহূর্তে চিৎকার বেরিয়ে এলো তার গলা থেকে, 'পড়ে যাচ্ছি! আমরা পড়ে যাচ্ছি!' অপলক চোখে অপারেটরের ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে সাইফুল, ঘাড়ের ওপর একটা পুল্টিস লাগানো ফোড়া দেখতে পাচ্ছে।

এরপর চোখের পলকে ঘটে গেলো সব। পতনের গতি অনুস্থ করে তুললো ওদেরকে। সাইফুলের মনে হলো, তাকে যেন ওপর দিকে ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে। গরক্ষণে কামানের মতো গর্জন শোনা গেলো, প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো সে, একই সময়ে বিস্ফোরিত হলো ঘন কালো অন্ধকার। আলো চলে যাবার সাথে সাথে বালবের কাঁচ বৃষ্টির মতো ঝরে পড়লো ওদের গায়ে-মাথায়।

একজনের ওপর একজন পড়ে একটা স্তূপ তৈরি হয়েছে, কাত করা ঝাঁপির একধারে একগাদা শিং মাছের মতো। সবার ওপরে রয়েছে সাইফুল, তার নিচে কিলবিল করছে আর সবাই, শক্ত রাবার ঢাকা মেঝের স্পর্শটুকুও পায়নি সে। কিন্তু তার কোমর আর কাঁধে খুব জোরে ধাক্কা লেগেছে, আর দুই পায়ের তলায় কোনো সাড়া নেই।

The Online Library of Bangla Books BANGLA BOOK .ORG

কেউ যে আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবে, তার কোনো উপায় নেই। এবার তারা ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে—স্প্রিঙ বা আর কিছুতে ধাক্কা খেয়ে। ওঠার গতি একটু পরই টিমে হয়ে এলো, তারপর আবার শুরু হলো পতন। দ্বিতীয়বার পড়লো ওরা। প্রথমবারের মতো অতোটা প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগলো না বটে, কিন্তু একেই বলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। চিকন গলায় কেঁদে উঠলো কেউ। আরেকজনকে হিস্টিরিয়ায় পেয়েছে, জিকিরের ভঙ্গিতে আল্লাহ-আল্লাহ করছে সে। কারো জুতো সাইফুলের খুলিতে ঘষা খেলো। দেখতে পায়নি, তবে বাড়ি দিয়ে তার খুলি ফাটাবার আগেই তাড়াতাড়ি জুতোসহ পা-টা ধরে আরেক দিকে ঠেলে সরিয়ে দিলো সে।

তার কানের কাছে বিস্ফোরিত হলো একটা কণ্ঠস্বর, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' যেন গলা না ফাটালে কেউ সাহায্য করতে আসবে না। প্রচণ্ড ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছে সাইফুল, বুকের ভেতর এখনো ধড়াস ধড়াস করছে, তবু মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে সে। বুঝতে পারছে, এই রকম একটা অ্যাক্সিডেন্টের পর কারো সাহায্য চাওয়ার দরকার করে না।

ছোটো আরো দুটো লাফ দিয়ে কারটা একেবারে স্থির হয়ে গেলো। এরপর শুধু জমাট অন্ধকার আর দম আটকে আসার ভীতিকর অনুভূতি। শরীরের নিচে শরীর, নড়াচড়া করছে। গুরুতর আহত যারা, তারা গোঙাচ্ছে। আর যাদের গোঙাবারও শক্তি নেই, থেমে থেমে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে তারা।

সাইফুলের ঠিক নিচের লোকটা একেবারেই নড়াচড়া করছে না। লোকটার গায়ে হাত রাখলো সে। হাতে ঠেকলো শক্ত কাপড়ে, সম্ভবত শার্টের কলার। কলার ছাড়িয়ে উঠে গেলো আঙুলগুলো, ঘাড়ে। খরখরে কি যেন ঠেকলো আঙুলের ডগায়। এক সেকেণ্ড পরই বুঝতে পারলো সাইফুল। তোকমার বীজ দিয়ে তৈরি বৃত্তাকার প্রলেপ, বৃত্তের মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে ফোড়াটা। তারমানে অপারেটর মারা গেছে। লোকটা যে শুধু নড়ছে না তাই নয়, তার নাক-মুখ দিয়ে কোনো বাতাসও বেরুচ্ছে না। হাতটা আরো নামিয়ে হাতড়াতে গিয়ে অপারেটরের খুলির নিচে রাবারের মেঝেতে চটচটে কি যেন স্পর্শ করলো সে। বুঝলো, রক্ত। হাত আরো লম্বা করে দিয়ে দেয়াল স্পর্শ করলো সে। কঠিন, ঠাণ্ডা, মসৃণ তামা। চারদিকের এই নিরেট দেয়ালই ওদেরকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে। দেয়ালে ঠেকিয়ে হাতের তালু আর কনুই ওপর দিকে তুলতে শুরু করলো সে। পোকা যেমন কাঁচ বেয়ে উঠতে চেষ্টা করে, অনেকটা সেই একই ভঙ্গিতে খাড়া হতে চাইলো।

দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিলো সাইফুল, হাঁপাতে লাগলো। বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছিল যে লোক, এখন সে করুণ ছেলেমানুষি জেদের সুরে আবদার ধরেছে, 'বের করো আমাকে। তোমাদের পায়ে পড়ি, মা-মরা দুটো ছেলেমেয়ে আছে আমার। তোমরা কে কোথায় আছো, আমাকে একটু দয়া করো!'

'চুপ করুন!' ধমক লাগালো সাইফুল। 'ছেলেমেয়ে আছে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

তো কি হয়েছে। তার সাথে এর কি সম্পর্ক। যত্তোসব।' কয়েকটা বিষয় দ্রুত বিবেচনা করলো সে। অন্ধকার বলে ভয়টা বেশি লাগছে, কিন্তু সেটা তেমন বিপজ্জনক নয়। শ্যাফট, অর্থাৎ খাড়া সুড়ঙের দুটো মুখই সীল করা, এবং ভেতরে আটকা পড়ে গেছে তারা—আসল বিপদ সেটাও নয়। তাদের মধ্যে কেউ যদি গুরুতরভাবে আহত হয়ে থাকে, তাকে নিয়ে অস্থির হবারও কিছু নেই এই মুহূর্তে। যতোগুলো সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করা যাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যেটা সূক্ষ্ম, এখনো প্রকট হয়ে ওঠেনি, সেটাই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। অস্পষ্ট গুমোট একটা ভাব, দম আটকে আসার অনুভূতি। এ-ব্যাপারে এখুনি কিছু একটা করতে হবে। অপারেটর প্রতি তালায় সামনের প্যানেল খুলেছিল, স্রেফ হাতল ঘুরিয়ে। আবার সেটা করতে না পারার কোনো কারণ নেই। যদিও, প্যানেল খোলার পর প্রতি তালায়, খোলা প্যানেলের সামনে উন্মুক্ত দরজা ছিলো শ্যাফটের গায়ে—এখন তা থাকবে না। তবে আটকে পড়া কার আর দেয়ালের মাঝখানে সরু ফাঁক দিয়ে এক-আধটু যেটুকু বাতাস ঢুকবে সাহায্য আসার আগে ওদের দম নেয়ার জন্যে তাই যথেষ্ট। উদ্ধার পাবার আগে ওই বাতাসটুকু ওদের একান্ত দরকার।

কারের মসৃণ গা হাতড়াতে শুরু করলো সাইফুল। হাতলটা পেতে চাইছে সে। 'ম্যাচ দরকার,' বললো সে। 'লাইটার হলেও চলবে। কেউ জ্বালুন। প্যানেলটা খুলতে হবে। এয়ারটাইট কার, বাতাস ঢুকছে না।'

কুকুরের মতো কেউ কেঁউ করে উঠলো একজন। মরা ছেলের

দোহাই দিচ্ছিল, সেই লোকটা। হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়েছে। এ নিশ্চয়ই সেই বিশালদেহী মধ্যবয়স্ক। বাইরের চেহারা দেখে যাকে কঠিন আর সাহসী বলে মনে হয়, বিপদে পড়লে সবার আগে সেই নেতিয়ে পড়ে।

আরেকজনের গলা শোনা গেলো, কাঁপা কাঁপা, 'একটু অপেক্ষা করুন।' কিন্তু তারপর তার আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

'এই যে, আমি এখানে,' বললো সাইফুল। কোমল অন্ধকারে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো সে। 'দিন। এদিকে।'

'ভিজে গেছে, জ্বলবে না,' বললো লোকটা। 'কাঁচ লেগে নিশ্চয়ই কোথাও কেটে গেছে।' পরমুহূর্তে আঁতকে ওঠার শব্দ হলো। প্রায় কেঁদে উঠলো লোকটা, 'রক্ত। আমার গোটা শার্ট ভিজে গেছে…'

'শান্ত হোন,' তাড়াতাড়ি বললো সাইফুল। 'ওটা আপনার রক্ত নাও হতে পারে। অস্থির হবার আগে দেখুন কোথাও কেটে-ছিঁড়ে গেছে কিনা। যদি যায়, রুমাল দিয়ে জায়গাটা বাঁধুন, বন্ধ হয়ে যাবে রক্ত। বালবের কাঁচ একেবারেই পাতলা, বেশি ভেতরে ঢুকতে পারে না। এক সেকেণ্ড পর রাগে ফেটে পড়লো সে, 'ছয়জন লোক, একজনের কাছেও একটা ম্যাচ বা লাইটার নেই!' অন্যায় অভিযোগ, কারণ ওর নিজের কাছেও নেই। 'এই যে, কি যেন নাম, শুনছেন…তেরো তালার…আবুল খায়ের সাহেব, আপনার বল-পয়েন্টে তো আলো জ্বলে, ওটাই দিন না!'

সাড়া পাওয়া গেল। শান্ত গলা, কিন্তু ফিসফিস করে কথা বললো, 'ওটা…ওটা ভেঙে গেছে।'

The Online Library of Bangla Books BANGLA BOOK .ORG

'দরকার নেই, পেয়েছি,' বললো সাইফুল। হাতলটা ঘোরাবার জন্যে লাশের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হলো তাকে। ঘুরলো, কিন্তু মাত্র দু'বার। ছয় পাক ঘোরালে তবে সামনের প্যানেল সবটা সরে যাবে। আরো কিছুক্ষণ টানাটানি করলো সে, কিন্তু হাতলটা অনড়। সরে যাওয়া প্যানেলের ঠিক বাইরে সুড়ঙ্গের দেয়াল, ইটের কর্কশ স্পর্শ পেলো সে। কার-এর কিনারা আর দেয়ালের মাঝখানে ফাঁকটা এতোই সরু, বিড়ালের পা পড়লেও সেখানে ওটা আটকে যাবে। তবে স্বস্তি এইটুকু যে এখন আর ওরা কেউ অক্সিজেনের অভাবে মরবে না, উদ্ধার পেতে যতোই না কেন দেরি হোক। 'আর কোনো চিন্তা নেই,' সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললো সে। 'বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা করা গেছে।'

সুড়ঙ্গের ওপর দিকে কোথাও যদি আলো থাকেও, এতোটা নিচে তা পৌঁচাচ্ছে না। সরু ফাঁকের ওদিকে দেয়ালটাও কারের ভেতরের মতো কালো।

আবার সেই চিৎকার, 'বাঁচাও!'

সাইফুল তাড়াতাড়ি বললো, 'কি ঘটেছে, কারো আর জানতে বাকি নেই। শুধু শুধু গলা ফাটাবার কোনো মানে হয় না। লোকজন জড়ো হয়েছে, কিভাবে আমাদেরকে উদ্ধার করা যায় চিন্তা-ভাবনা চলছে। ভয় পাবার কিছুই নেই। আমাদের শুধু শান্ত ভাবে অপেক্ষা করতে হবে।'

চিৎকারটা থেমে গেলো। কিন্তু নিপেন ডাক্তার গোঙাচ্ছিল, সে থামলো না। 'আমার হাত! অসহ্য ব্যথা…' তারপর আর কিছু শোনা গেল না। লোকটা বোধহয় জ্ঞান হারালো। কিংবা

হার্টফেল করেনি তো ?

লাশটার কথা মনে পড়লো সাইফুলের। হাত বাড়িয়ে সেটাকে স্পর্শ করলো সে। টানা-হ্যাঁচড়া করে দুই দেয়ালের কোণে বসিয়ে দিলো অপারেটরের মৃতদেহ। তারপর হাঁটু মুড়ে নিজেও বসলো রাবার ঢাকা মেঝেতে। মনে মনে বললো, আমিও সাহসী লোক নই, কিন্তু বিপদের সময় অস্থির হবো কেন! অনেকগুলো সেকেণ্ড পেরিয়ে গেলো, আর কোনো শব্দ নেই। তারপর এক সময়, সুড়ঙ্গের ওপর দিক থেকে যখন কোনো আওয়াজই এলো না, প্রকাণ্ডদেহী মধ্যবয়স্ক ফুঁপিয়ে উঠে বললো, 'রাতটা কি এখানেই কাটবে? তোমরা সব বসে আছো কি মনে করে। কেউ বেরুতে চাও না?'

'মা-মাগো, আমার হাত!' আবার গুঙিয়ে উঠলো নিপেন ডাক্তার। 'আমি মরে যাচ্ছি···'

'বোধহয় হাড় ভেঙে গেছে,' সহানুভূতির সুরে বললো সাইফুল। 'শার্টটা খুলে ওখানে শক্ত করে জড়ান, তাহলে ব্যথা কমে যাবে।'

সময় যেন স্থির দাঁড়িয়ে আছে। অস্থির হাত-পা ছোঁড়া, গোঙানির আওয়াজ, হঠাৎ চিৎকার, আল্লাহু আল্লাহু জিকির, আর বাইরের নৈঃশব্দ, সব মিলে সাইফুলকেও অস্থির করে তুললো। এই অপেক্ষা, অসহায় ভাবে আটকে পড়ার অনুভূতি, এ যেন ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার চেয়েও মারাত্মক।

'ওরা ভাবতে পারে আমরা হয়ত সবাই মারা পড়েছি, তাই ব্যস্ত হচ্ছে না,' বললো একজন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'দুর, তাই কখনো হয় নাকি!' বললো সাইফুল। 'সাহায্য করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে ওরা। খানিক সময় তো দিতে হবে।'

নতুন একটা কণ্ঠস্বর; এর আগে শোনেনি সাইফুল, বললো, 'ভাগ্যিস আব্বু ও আমার সাথে ওঠেনি।'

রেডিয়াম লাগানো হাতঘড়ি রয়েছে সাইফুলের কব্জিতে। না থাকলেই ভালো হতো, কিংবা বল-পয়েন্টের মতো ভেঙে গেলেও মন্দ হতো না। প্রতি মিনিটে সময় দেখছে সে। মনে হচ্ছে দুর্ঘটনার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু আসলে পেরিয়েছে মাত্র পাঁচ মিনিট। ঘড়ি আছে, কথাটা কাউকে জানালোই না সে। জানলেই দু'পাঁচ সেকেণ্ড পরপর সময় জিজ্ঞেস করে একেবারে পাগল বানিয়ে ছাড়বে তাকে।

এভাবে কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়! এক সময় সত্যি অসহ্য হয়ে উঠলো ব্যাপারটা। শেষবার ঘড়ি দেখার পর সাড়ে বাইশ মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ সাহায্য আসা তো দূরের কথা, বাইরে থেকে কোনো আওয়াজই ওরা পাচ্ছে না। উদ্ধারের কোনো আশা নেই, এই ভয় একবার যদি মনে ঢোকে, কে কি আচরণ শুরু করবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলো সাইফুল। শক্ত দেয়ালে মাথা ঠুকে কেউ যদি আত্মহত্যা করে বসে, তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

উদ্ধারের আশা নেই, এই ভয়টাই আসন গেড়ে বসতে শুরু করলো ওদের মনে। এমন একটা পরিস্থিতি, যে-কোনো মুহূর্তে যে-কেউ পাগল হয়ে যেতে পারে। এই সময় ঠিক ওদের ওপর

থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো—ধপাস করে কি যেন পড়লো কার-এর ছাদে।

সবার আগে এবার সাইফুলই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। খোলা প্যানেলের বাইরে, ইটের গায়ে জুলফিসহ গালের একটা পাশ চেপে ধরে চিৎকার জুড়ে দিলো সে, 'হ্যালো। শুনতে পাচ্ছেন! হ্যালো, হ্যালো!'

কাগজের মতো পাতলা ফাঁক দিয়ে জবাব এলো, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। শান্ত থাকুন। আমরা আসছি।'

ছাদের ওপর আরো শব্দ হলো, মনে হলো কারা যেন নাচানাচি করছে। তারপর হঠাৎ করেই ধাতব একটা একটানা গর্জন, যেন পুরোদমে চালু হয়ে গেলো একটা বয়লার ফ্যাক্টরী। আওয়াজটার সাথে গোটা কার সাংঘাতিক কাঁপতে শুরু করলো, কারের যে-কোনো জায়গায় হাত বা গা ঠেকলেই ধাক্কা লাগছে, অবশ মতো হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা। ছোট্ট কার, চারদিক বন্ধ, আওয়াজটা শতগুণ হয়ে আঘাত করলো ওদের। সহ্য করতে না পেরে দু'হাতের তালু দিয়ে কান দুটো চেপে ধরলো সাইফুল। নীল বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ, প্রথমে একটা, সরু ফাটলটা দিয়ে ওপর থেকে দ্রুত বেগে খোলা দরজার কাছে নেমে এলো, তারপর এক সাথে নামলো আরো এক জোড়া। ওগুলো এতো তাড়াতাড়ি নিভে গেলো যে ভেতরের অন্ধকার মুহূর্তের জন্যেও দূর হলো না।

সাইফুল বুঝলো, অ্যাসিটিলিন টর্চ। ওদেরকে উদ্ধার করার জন্যে কার-এর ছাদ কাটা হচ্ছে। তার মানে ওদেরকে বের

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

করার আর কোনো উপায় নেই দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সিলিঙে একটা স্ফুলিঙ্গ দেখা গেলো। তারপর আর একটা। ক'সেকেণ্ড পর অর্ধবৃত্ত একটা জায়গা জুড়ে হাজার হাজার আগুনের একটা চোখ ধাঁধানো পর্দা ওদের দিকে নেমে আসতে শুরু করে অর্ধেক দূরত্ব পেরোলো। নীল আলোয় ভৌতিক লাগলো ওদের ফ্যাকাসে চেহারা। ভাগ্য ভালো যে পর্দাটা কার-এর মেঝে স্পর্শ করার আগেই নিভে গেলো।

আওয়াজটা থামতেই নিস্তব্ধতা বিস্ফোরণের মতো বাজলো ওদের কানে। ওদের ঠিক মাথার ওপর থেকে চিৎকার ভেসে এলো, 'শুনুন, শুনুন! দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ান। চোখ বন্ধ করে রাখুন। আগুনের ফুলকি থেকে সাবধান! আমাদের হয়ে এসেছে, একটু পরই নামছি।'

আবার শুরু হলো গর্জন। এবার যেন আরো কাছে, আরো প্রচণ্ড শব্দে। পরস্পরের সাথে চেপে রাখা দাঁত দু'সারি ঠকঠক করে কাঁপছে সাইফুলের। ভাবলো, আর সবাই সহ্য করছে কিভাবে? বিশেষ করে, যার হাত ভেঙে গেছে, নিপেন? তার মনে হলো, কে যেন মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'পুতুল! পুতুল!' কিন্তু এই কান ফাটানো গর্জনের মধ্যে ভুল শুনলো কিনা বলতে পারবে না।

আগুনের ফুলকিগুলো জলপ্রপাতের একটা ধারার মতো নেমে আসছে। চোখ বন্ধ করে, ওগুলোর ওপর একটা হাত চাপা দিলো সাইফুল। কিন্তু চোখ বন্ধ করার ঠিক আগের মুহূর্তে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেলো সে। ফুলকিগুলো সবই ওপর থেকে ছাড়া-

ভাবে নিচের দিকে নামছে। ওর মনে হলো, আগুনের একটা ঝলক বা হয়তবা একটা ফুলকিই, দেয়ালের দিকে আড়াআড়ি ভাবে ছুটে গেলো। ওটার রঙও অন্যরকম, আরো বেশি কমলা। এই অন্ধকার, এই আলো কাজেই ব্যাপারটা দৃষ্টিভ্রম হতে পারে, ভাবলো সে। তা নয়ত, টকটকে লাল হয়ে ওঠা ছাদের একটা কণাও হতে পারে। সাবধানের মার নেই, চোখ বন্ধ করে ফেললো সে।

এরপর ওদেরকে আর বেশি ভুগতে হলো না। হঠাৎ করেই আওয়াজটা থেমে গেলো। সদ্য কাটা আধখানা চাঁদ আকৃতির ঢাকনিটা শাবল দিয়ে তুলে ফেললো ওরা, যাতে নিচে পড়ে গিয়ে কাউকে আহত না করে। ওপর থেকে এরপর নেমে এলো টর্চের কোমল, ঠাণ্ডা আলো। ঝপ করে একজন ইউনিফর্ম পরা দমকল-কর্মী নামলো ওদের মাঝখানে। এঁকে-বেঁকে দুলতে দুলতে নেমে এলো একটা রশি। কোনো ভূমিকা না করে হেঁড়ে গলায় জানতে চাইলো লোকটা, 'প্রথমে কে? কার জখম সবচেয়ে বেশি?'

তার টর্চের আলোয় দেখা গেলো, ওদের পায়ের কাছে তিন-জনের একজনও নড়ছে না। দুই দেয়ালের কোণে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে অপারেটর। গগলস পরা সেই লোকটা, কবি কবি চেহারা, জ্ঞান হারিয়ে কাত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। জাহিদ হাসান, এর সাথেই এলিভেটরে উঠেছিল সাইফুল। (এখন আর তার চোখে গগলস্ নেই। তার একটা চোখের নিচে গভীর ক্ষত দেখেই বোঝা যায়, গগলসের পরিণতি কি হয়েছে।) তিন নম্বর হলো সেই যুবক, সাইফুলের সমবয়েসী, এগারো তালা থেকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

উঠেছিল আশরাফ। জাহিদ হাসানের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সে, মুখটা নিচের দিকে।

সবার পক্ষ থেকে সাইফুলই কথা বললো, 'অপারেটর মারা গেছে। আর এই বাকি দু'জন একটু আগে পর্যন্ত ব্যথায় কাতরাচ্ছিল, বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এই যে, এখানে এই ভদ্রলোকের হাত ভেঙে গেছে, ওনাকেই প্রথম নিয়ে যান।'

টর্চের আলোয় নিপেন ডাক্তারকে দরদর করে ঘামতে দেখলো সাইফুল। তার কথা মতো, শার্ট খুলে ভাঙা হাতটা শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে সে। দমকলের লোকটাকে সাহায্য করলো সাইফুল, দু'জনে মিলে একটা লুপে নিপেন ডাক্তারের হাত দুটো গলিয়ে দিলো। ওপর দিকে মুখ তুলে হাঁক ছাড়লো হেঁড়ে গলায়, 'টানো হে। সাবধান, ভদ্রলোক চোট পেয়েছেন।'

এরপর তোলা হলো জাহিদ হাসানকে, তার মাথাটা এদিক ওদিক দুলতে লাগলো। খালি লুপ নেমে এলো আবার, এবার সেটা যুবক আশরাফের দুই বগলের নিচে গলিয়ে দেয়া হলো। কর্মীর হাত দুটো হঠাৎ স্থির হয়ে যেতে দেখলো সাইফুল। কি যেন চিন্তা করে যুবকের একটা চোখের পাতা খুললো সে। তারপর লুপটা তার বগলের নিচে থেকে বের করে নিয়ে মধ্যবয়স্ক প্রকাণ্ড-দেহী লোকটার দিকে ফিরলো। লোকটা নিঃশব্দে কাঁদছে, সেই সাথে কাঁপছে একটু একটু।

'কি হলো?' জানতে চাইলো সাইফুল। মেঝের দিকে একটা আঙুল তাক করে আছে সে।

'উনি মারা গেছেন,' সংক্ষেপে সারলো কর্মী লোকটা। 'লাশ ডিনায়

পরে, আগে যারা বেঁচে আছে।'

'মারা গেছে! সে-কি, এই তো খানিক আগে ওকে বলতে শুনলাম, ভাগ্যিস আব্বু ও আমার সাথে ওঠেনি।'

'আপনি কি শুনেছেন না শুনেছেন আমি তার কি জানি,' ঝাঁঝের সাথে বললো লোকটা। 'হয়ত বলেছে, তারপর মরে গেছে। ফ্যাসাদ আর কি! আপনি কি আমাকে কাজ শেখাবেন!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাইফুলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো সে।

গম্ভীর হয়ে গেলো সাইফুল। ভাবলো থাকগে, আমার কি! কে জানে, লোকটার হার্ট হয়তো দুর্বল ছিলো।

সাইফুলকে বাদ দিয়ে প্রায় অক্ষত আরেকজনকে পাওয়া গেলো। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ, বল-পয়েন্ট কারখানার মালিক, আবুল খায়ের। তবে কোথাও তেমন চোট না লাগলেও দাঁড়াবার শক্তি নেই তার। নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের শিকার।

সবশেষে তোলা হলো সাইফুলকে। বাকি থাকলো শুধু লাশ দুটো।

বেসমেন্ট প্যাসেজে স্ট্রেচার দেখা গেলো। ইতিমধ্যে ডাক্তার আর নার্সও এসে গেছে। কবি চেহারার জাহিদ হাসান আর নিপেন ডাক্তারকে পরীক্ষা করছে তারা। একজন নার্স মধ্যবয়স্ক দৈত্যটাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে পানি খাওয়াচ্ছে আর বোঝাবার চেষ্টা করছে আর কোনো ভয় নেই। কিন্তু চেহারা বিকৃত করে কেঁদেই চলেছে লোকটা, নিঃশব্দে। দরকার ছিলো না, তবু একজন ডাক্তার পরীক্ষা করলো সাইফুলকে। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর তার নাম ঠিকানা লিখে নিলো। এরপর আর এখানে দাঁড়ালো না সাইফুল, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো একতালায়। ভাবলো, আনলাকি থারটিন! না তেরো তালায় উঠি, না এই ঘটনা ঘটে। যাক বাবা, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। শালার এসবের চেয়ে দেখছি সিঁড়িই ভালো!

লবিতে ঢুকে অনেক লোকের ভিড় দেখলো সাইফুল। দু'জন কনস্টেবল তাদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে, ভেতর দিকে এগোতে দিচ্ছে না। সাইফুলের ভাগ্য ভালো, সে যে এলিভেটরে ছিলো তা কেউ টের পায়নি, পেলে ছেঁকে ধরতো সবাই। ভিড় ঠেলে দরজার দিকে এগোবার আগে লবির একধারে চোখ পড়লো তার। নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলো সে। দেখেই চিনতে পারলো। ষাটের কাছাকাছি বয়স, চোখে স্টীল রিমের বাইফোকাল চশমা, ব্যাকব্রাশ করা চুল, হাতে একটা ওয়াকিং স্টিক। তাঁর ছেলেই, আশরাফ, মরে পড়ে আছে নিচে। নাগালের মধ্যে কোনো পুলিশকে দেখলেই ছুটে যাচ্ছেন ভদ্রলোক, ব্যাকুল কণ্ঠে বারবার জিজ্ঞেস করছেন, 'আমার ছেলে কোথায়? ওর কোনো খবর বলছেন না কেন?' অথচ একটা প্রশ্নেরও জবাব পাচ্ছেন না। সেটাও একটা উত্তর বটে। দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগলো, ভিড় ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে এলো সাইফুল।

চারদিন পর, শুক্রবার। বিকেলের চা শেষ করেছে সাইফুল, এই সময় দরজায় নক হলো। দরজা খুলে সাদা পোশাক পরা এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো সে। 'মিঃ সাইফুল ইসলাম?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ইনভেস্টিগেশনে এসেছি। এলিভেটরে আপনিও তো ছিলেন, তাই না?'

'ছিলাম না মানে!' ঠোঁট মুড়ে একটু হাসলো সাইফুল।

'কেসটা এখন সি. আই. ডি.-র হাতে। আমি একজন ডিটেকটিভ,' বলে সাইফুলের দিকে একটা কার্ড বাড়িয়ে দিলো লোকটা। 'ক'টা প্রশ্ন করবো। আর সবার সাথে কথা বলেছি, শুধু আপনিই বাকি রয়ে গেছেন।'

একবার চোখ বুলিয়ে কার্ডটা ফেরত দিলো সাইফুল। বললো, 'আসুন, ভেতরে এসে বসুন।' কৌতূহল হচ্ছে তার। গোয়েন্দা অফিসারকে ড্রইংরুমে বসিয়ে জানতে চাইলো, 'ওটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিলো, কেস হবে কেন?'

'তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে,' বললো অফিসার, 'তাই কাগজে খবরটা বেরোয়নি। অপারেটর ছাড়াও এলিভেটরে আর একজনের লাশ পাওয়া গেছে, জানেনই তো। আশরাফ চৌধুরী, মিলিওনিয়ার মোশাররফ চৌধুরীর একমাত্র ছেলে। তার বুকে একটা বুলেট পাওয়া গেছে। একেবারে হার্টের মাঝখানে।'

সাইফুল হতভম্ব। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলো না। 'মানে? ওখানে, ওই কারের ভেতর? কেউ তাকে খুন করেছে?'

'আশরাফ চৌধুরীকে আপনি চিনতেন?'

'না।'

মাথা ঝাঁকালো অফিসার, যেন আর সবার মতো সাইফুলের মুখ থেকেও এই উত্তরটাই শুনবে বলে আশা করেছিল সে। জানতে চাইলো, 'আচ্ছা, ওখানে আটকে থাকার সময় গুলির কোনো আওয়াজ শুনেছিলেন?'

মাথা নাড়লো সাইফুল। 'না। তবে ওরা যখন অ্যাসিটিলিন টর্চ দিয়ে ছাদ কাটতে শুরু করলো, গুলি হলেও আওয়াজ শোনা সম্ভব ছিলো না। একটা সময় তো চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে রেখেছিলাম আমি। আগুনের একটা ঝলক অবশ্য দেখেছিলাম, ফুলকি যদি হয় তো অদ্ভুত একটা ফুলকিই বলবো, খাড়াভাবে না নেমে আড়াআড়িভাবে ছুটে গেলো—ওটার রঙও অন্যগুলোর চেয়ে গাঢ় ছিলো।'

আবার মাথা ঝাঁকালো অফিসার। 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আরো দু'জন লক্ষ্য করেছে। গান-ফ্ল্যাশ। তা, আলোর ওই ঝলকে কারো চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন?'

'না,' বললো সাইফুল। 'কিন্তু ব্যাপারটা যেন কেমন না? ওই সময়ে, ওই জায়গায় কেন কেউ কাউকে খুন করতে যাবে?'

'আমাদেরও তো সেই কথা। কিন্তু কোটিপতি বাপ কোনো কথাই শুনতে রাজি নন। তাঁর বিশ্বাস, এটা খুন। সেজন্যেই তদন্ত শেষ করতে দেরি হচ্ছে আমাদের। সম্ভাব্য, সব রকমভাবে উল্টেপাল্টে দেখা হয়েছে, সন্দেহ করার মতো কিছু পাইনি আমরা। আপনারা যারা এলিভেটরে ছিলেন, আগে থেকে কেউ তাকে চিনতেন না। মোশাররফ চৌধুরী নিজেও খোঁজ করে জেনেছেন ব্যাপারটা—সোমবার সন্ধ্যে ছ'টার আগে আপনাদের কাউকেই ওঁর ছেলে বা তিনি চিনতেন না।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'তাহলে ?'

'এটা নিখুঁত একটা আত্মহত্যার কেস,' বললো অফিসার। 'পিস্তলটা আশরাফ চৌধুরীর নিজেরই, লাইসেন্স করা। এলিভেটরে চড়ার সময় তার সাথেই ছিলো। লাশের নিচে থেকে পেয়েছি আমরা। হাতের ছাপ পাওয়া গেছে ওটায়—তারই। পরীক্ষায় জানা গেছে, বুকে ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছে। গান পাউডার পাওয়া গেছে ক্ষতের চারপাশে।'

'একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা,' প্রতিবাদের সুরে বললো সাইফুল, 'যাকে বা যেভাবেই গুলি করা হোক, ঠেকিয়েই তো করতে হবে।'

মুচকি একটু হাসলো অফিসার। 'নাইট্রেট টেস্টে ধরা পড়েছে, তার আঙুলই ট্রিগার টেনেছিল। আমরা অবশ্য তখন অবহেলা করে আর কারো আঙুল টেস্ট করিনি, কিন্তু যেহেতু মাত্র একটাই গুলি করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় কোনো পিস্তল ওখানে পাওয়া যায়নি, এরপর আর কথা থাকে কি ? পরীক্ষায় জানা গেছে, ওই পিস্তল থেকেই বেরিয়েছে বুলেটটা।'

'কিন্তু···।'

'আরে সাহেব, কোনো কিন্তু নেই। ভয়ংকর বিপদে পড়ে বোকার মতো কাজ এরকম অনেকেই করে। নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার, বুঝলেন না!' একটা সিগারেট ধরালো অফিসার। 'হাজার হোক বাপ তো, ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না। বলছেন, তাঁর ছেলে আত্মহত্যা করতে পারে না। তাঁর ছেলে নাকি কোনো কারণেই উতলা হতো না। আত্মহত্যা করার কোনো কারণই নাকি তার থাকতে পারে না। মাত্র এক বছর আগে বিয়ে করেছিলো, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী, কিছুদিনের মধ্যে ছেলের বাপ হতে যাচ্ছিলো···এই সব শুনতে শুনতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে···'

অফিসারকে বাধা দিয়ে সাইফুল জানতে চাইলো, 'কিন্তু মিলছে কি? উদ্ধারের ব্যবস্থা হচ্ছে, এই সময় কেন সে আত্মহত্যা করতে যাবে ? তার আগে বিশ মিনিট আমরা সবাই আতংকের মধ্যে ছিলাম, তখন কেন করেনি?' মাথা নাড়লো সে। 'উহুঁ, আমি ঠিক মেলাতে পারছি না। তারপর, ধরুন, উদ্ধার কাজ শুরু হবার আগে তাকে আমি কথা বলতে শুনেছি। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আর শান্ত ছিলো সে।'

গোয়েন্দা অফিসার উঠে দাঁড়ালো, যেন আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। তবে দরজার কাছে গিয়ে একবার ফিরলো সে, জ্ঞানদানের ভঙ্গিতে বললো, 'মানুষ হঠাৎ করে উন্মাদ হয় না ? আপনি যখন তাকে কথাগুলো বলতে শুনেছেন তখন হয়ত সে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছিল, চেষ্টা করছিলো সাহস পাবার। দুশ্চিন্তা আর টেনশনে ভুগছে এরকম একজন লোক হঠাৎ শব্দ শুনে কি রকম উদ্ভট আচরণ করে, সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা না বললে ধারণাও করতে পারবেন না। অ্যাসিটিলিন টর্চের ওই আওয়াজটাই তার জন্যে ফিনিশিং টাচ হিসেবে কাজ করেছে, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি। আর, স্ত্রী আছে, ছেলের বাপ হতে যাচ্ছে, এই ব্যাপারগুলো বরং আরো তাড়াতাড়ি মাথা খারাপ করতে সাহায্য করেছে। যার কোনো বাঁধন বা দায়িত্ব নেই, যে-কোনো সংকটে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে সে।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'নতুন কথা শুনছি,' বললো সাইফুল, 'তবে, আপনার ধারণাই হয়ত ঠিক। আমরা সাধারণ মানুষ, অতোসব বুঝি না।'

'আমাদের যা পেশা, এসব ব্যাপার বুঝতে হয়। আর বোধহয় আপনাকে বিরক্ত করা হবে না।' গোয়েন্দা অফিসার বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

অফিসে কাজ করছে সাইফুল, একটা টেলিফোন এলো। মার্জিত, ভারি একটা কণ্ঠস্বর জানতে চাইলো, 'মিঃ ইসলাম? মিঃ সাইফুল ইসলাম?'

'জ্বী। আপনি কে বলছেন?'

'এক বছর আগে, গত আগস্টে যে এলিভেটর অ্যাক্সিডেন্টটা হয়, তাতে আপনিও তো ছিলেন, তাই না? খবরের কাগজে আপনার পরিচয়···'

'হ্যাঁ, ছিলাম।'

'আপনাদের জন্যে একটা ডিনারের আয়োজন করছি আমি, আগামী মঙ্গলবার, আমার বাড়িতে। সময় সন্ধ্যে সাতটা।'

ভুরু কুঁচকে এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো সাইফুল, তারপর বললো, 'তার আগে, আপনার পরিচয়টা দেবেন না?'

'দুঃখিত, সত্যি দুঃখিত,' ভদ্রলোক বললেন। 'ভুল হয়ে গেছে। আসলে ঘণ্টাখানেক ধরে এই কাজ করছি তো, মনে হচ্ছিল পরিচয় দিয়েই কথা শুরু করেছি। আমি মোশাররফ চৌধুরী, চৌধুরী শিপিং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

খুক্ করে একবার কাশলো সাইফুল। ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নামটা চেনা চেনা লাগলেও সঠিক মনে পড়লো না। বললো,

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'মানে···আপনি কি···'

'আমার ছেলে, আশরাফ চৌধুরী,' ভদ্রলোক স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'আপনাদের সাথে এলিভেটরে ছিলো। মনে পড়ে?'

মনে পড়লো সাইফুলের। চোখে স্টীল রিমের বাইফোকাল চশমা, হাতে ওয়াকিং স্টিক—মোশাররফ চৌধুরী, হ্যাঁ। লবিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন পুলিশকে, আমার ছেলে কোথায়? আমার ছেলে কোথায়?'

'মঙ্গলবার সন্ধ্যে সাতটায় আপনাকে তাহলে আমরা আশা করতে পারি, মিঃ ইসলাম?' জানতে চাইলেন বৃদ্ধ। 'আমি গুলশানে থাকি···'

'কিন্তু,' খানিক ইতস্তত করে বললো সাইফুল, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি না।' সমস্যা জর্জরিত খেটে খাওয়া মানুষ সে, সামাজিকতা রক্ষা করে চলার সাধ্য এবং উৎসাহ কোনোটাই নেই। 'আপনার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। এতো থাকতে আমাকেই বা কেন ডিনার খাওয়াবার জন্যে বেছে নিলেন···?'

অত্যন্ত বিনয়ের সাথে গোটা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন বৃদ্ধ, 'শুধু আপনাকে একা নয়, সেদিন আপনারা যারা আমার ছেলের সাথে এলিভেটরে ছিলেন তাঁদের সবাইকে আমি নিমন্ত্রণ করেছি। তাঁরা সবাই আমার অনুরোধ রাখবেন বলে কথা দিয়েছেন। আসলে, আমার ছেলে প্রচুর সয় সম্পত্তি আর নগদ টাকা রেখে মারা গেছে। অ্যাক্সিডেন্টের পরদিন সকালে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে বৌমাও চলে গেলো। অসময়ে তো, বাচ্চাটাও তাই বাঁচলো

না।

'আশরাফের সমস্ত সয়-সম্পত্তি আর টাকা স্বভাবতই আমার নামে চলে এসেছে। আমি নিঃসঙ্গ বুড়ো মানুষ, আপনজন বলতে আমার আর কেউই নেই। নিজের ব্যবসা আর সম্পত্তি, এগুলো নিয়েই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, তার ওপর ছেলের···সব কথা এক্ষুনি আমি বলতে চাই না। তবে, এটুকু জানিয়ে রাখি, ডিনারের পর আমি একটা ঘোষণা দেবো। আপনারা সবাই তাতে খুশি হবেন। আপনারা পাঁচজন, যারা আমার ছেলেকে ওই দুর্ঘটনার আগে চিনতেন না, কিন্তু তার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো আপনাদের সাথেই কাটিয়েছে সে, আপনাদের এই পাঁচজনকে আমি খুশি করতে চাই। এতে, আমার বিশ্বাস, আমার ছেলের আত্মাও শান্তি পাবে।'

ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে খানিক সময় নিলো সাইফুল। প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগলো, বুড়োর মাথা খারাপ হয়নি তো? তারপর ভাবলো, খেয়ালি মানুষ বড়লোকদের মধ্যেও তো আছে। নিজের অল্প বেতনের কথা মনে পড়লো তার, দিনকে দিন সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠছে। ছোটকুর জন্যে এখনো একটা চাকরির ব্যবস্থা করা গেলো না। দেয়ালে লটকানো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালো সে। মঙ্গলবার, দিন এবং তারিখ, দুটোই শুভ—তবে পঞ্জিকা দেখে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।

'তাহলে সেই কথাই রইলো, কেমন, মিঃ ইসলাম? মঙ্গলবার সাতটায়। আমার শোফার আপনার বাড়ি চিনে নেবে, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'ঠিক আছে, দেখি, যদি সময় করতে পারি,' বললো সাইফুল, কথা দিলো না।

'আমার অনুরোধ, অবশ্যই আসবেন, প্লিজ। আমার ঘোষণার পর কাগজ-পত্র বুঝে নিতে হবে, কাজেই প্রত্যেকের উপস্থিতি দরকার হবে,' বললেন মোশাররফ চৌধুরী। 'উকিলের সাথে কথা বলে সব আমি ঠিক করে রেখেছি, শুধু আমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটা যা বাকি। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি না আসেন, তাঁর নামটা আমার ঘোষণা থেকে বাদ দিতে হবে—সেটা আমি চাই না।'

'ঠিক আছে, আসবো,' নিচু গলায় বললো সাইফুল। 'কিন্তু গাড়ি পাঠাবার কোনো দরকার নেই। আপনার বাড়ি আমি চিনে নিতে পারবো···'

'তা পারবেন, তবু ঠিকানাটা লিখে নিন,' বললেন বৃদ্ধ।

মঙ্গলবার সকালে স্ত্রীর সাথে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলো সাইফুল। এর আগে দুশো বার যা বলেছে, এবারও স্ত্রী তাই বললো, 'যাবে তো বটেই। কিন্তু গিয়ে যদি দেখো আর কেউ আসেনি, বা যদি টের পাও এর মধ্যে কোনো ঘাপলা আছে, সাথে সাথে ফিরে আসবে।'

রিক্সাওয়ালাকে বিদায় করে দিয়ে প্রকাণ্ড গেটটার দিকে এগোলো সাইফুল। কৌতূহল এবং উত্তেজনা বোধ করছে সে, সেই সাথে ক্ষীণ একটু অস্বস্তি। গেটের ভেতর মস্ত একটা লন, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে কংক্রিটের চওড়া রাস্তা, দু'পাশে ফুলের কেয়া-

রি। খানিক পরপর হাত ছুয়েক লম্বা একটা করে লাইটপোস্ট, মাথাগুলো গোল, ভেতরে ছুশো পাওয়ারের মার্কারী বালব জ্বলছে। রাস্তার শেষে সিরামিক ইঁটের বিশাল দালান। গেটের পাশেই গার্ড রুম, ভেতর থেকে খাকি পোশাক পরা একজন দারোয়ান বেরিয়ে এলো। গেট খুলে দিয়ে কপালে হাত ঠেকালো লোকটা। 'আসুন, স্যার। সোজা চলে যান, সেক্রেটারী সাহেব আপনার জন্যে হলরুমে অপেক্ষা করছেন।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো সাইফুল, তারপর ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলো—দারোয়ানকে কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভালো। কংক্রিটের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলো সে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গাড়ি-বারান্দার ওপর চোখ পড়লো তার। ঝকঝকে ছুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটা মার্সিডিজ, আরেকটা টয়োটা। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির তিনটে ধাপ টপকালো, উঠে এলো মোজাইক করা করিডরে। সামনেই একটা বিশাল হলরুম, খোলা দরজা দিয়ে স্যুট পরা এক যুবক বেরিয়ে এসে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

'আসুন,' বললো যুবক। কয়েকজনের নাম লেখা একটা কাগজ রয়েছে তার হাতে। সেটায় একবার চোখ বুলালো সে। সাইফুল দেখলো, পাঁচজনের নাম লেখা রয়েছে কাগজে, তারটা সহ। চারটে নামের পাশে একটা করে টিক্ চিহ্ন দেয়া রয়েছে। 'আপনি মিঃ ইসলাম, তাই না, স্যার?' মুখ তুলে জানতে চাইলো যুবক।

স্যুট পরা কোনো লোক এই প্রথম সাইফুলকে স্যার বললো।

The Online Library of Bangla Books BANGLA BOOK .ORG

কথা না বলে নিঃশব্দে শুধু মাথা ঝাঁকালো সে। তার নামের পাশেও কলম দিয়ে একটা টিক্ চিহ্ন দিলো যুবক। তারপর হাত লম্বা করে চওড়া সিঁড়িটা দেখালো তাকে, বললো, 'সোজা ওপরে চলে যান, স্যার। মিঃ চৌধুরী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

মোজাইক করা সিঁড়ি। কাঠের রেলিং, রং দেখে মনে হলো সেগুনই হবে। দোতালায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো সাইফুল। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে কিনা ভেবে ইতস্তত করছে, এই সময় করিডরে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ। অফিস বিল্ডিংয়ের লবিতে দেখেছিল, তার পর একবছর পেরিয়ে গেছে, তবু দেখেই তাঁকে চিনতে পারলো সাইফুল। এই এক বছরেই যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে ভদ্রলোকের, আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছেন। বিশেষ করে কোমরের কাছটা খুব সরু লাগলো, কুঁজো হয়েছেন একটু। অ্যাশ কালারের একটা স্যুট গরে আছেন, এক হাতে জ্বলন্ত পাইপ, আরেক হাতে চকচকে একটা ছড়ি। তাকে দেখে হাসলেন তিনি, বললেন, 'আপনি এসেছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, মিঃ ইসলাম। আসুন, ড্রইংরুমে বসি, আর সবাই আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।'

পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন বৃদ্ধ। ড্রইংরুমটা এতো বড়, তিন সেট সোফা আর ছড়ানো ছিটানো খান দশেক আরাম কেদারা ফেলার পরও প্রচুর ফাঁকা জায়গা রয়ে গেছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা, ভেতরে ঢুকতেই শীতল পরশ লাগলো। একটা লম্বা সোফায় পাশাপাশি তিনজন বসে আছে, বাকি একজন বসেছে একটা

সিঙ্গেল সোফায়া শফিকুর রহমান অর্থাৎ প্রকাণ্ডদেহী মধ্যবয়স্ক লোকটাকে ছাড়া বাকি সবাইকে আগে থেকে চেনে সাইফুল, যদিও দুর্ঘটনার পর এদের সাথে খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে তার। সিঙ্গেল আরেকটা সোফায় বসলো সে। মোশাররফ চৌধুরী বসলেন একটা আরাম কেদারায়, কাছাকাছি। বললেন, 'ডিনারের আগে আপনারা যদি গলা ভেজাতে চান তো বলুন। কোন সংকোচ করবেন না—সব রকম ড্রিঙ্কই আছে।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, বিদেশী হুইস্কির একটু স্বাদ নিতে ইচ্ছেও করলো সাইফুলের, কিন্তু লজ্জার খাতিরে আর সবার সাথে সে-ও মাথা নাড়লো। আগ্রহের সাথে তার কুশলাদি জানতে চাইলেন মোশাররফ চৌধুরী। হাসিটি তাঁর মুখে লেগেই আছে। দু'এক মিনিট পর আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠে সবার সাথে গল্প জুড়ে দিলো সাইফুল।

কবি কবি চেহারার জাহিদ হাসান, আগের চেয়ে একটু মোটা হয়েছে বলে মনে হলো। তার বাঁ চোখের নিচে শুকনো একটা কাটা দাগ, যেখানে লেগে গগলসটা ভেঙে গিয়েছিলো। সেদিনের মতো আজও একটা গগলস পরে আছে সে, বোধহয় ধুলো-বালি পড়ার ভয়ে, কিংবা চোখে কোনো অসুখ আছে তার। বল-পয়েন্ট কলম তৈরির কারখানা বিক্রি করে দিয়ে আদমবেপারী বনে গেছে আবুল খায়েরও, সে খবর আগেই জেনেছে সাইফুল। শফিকুর রহমানের ভুরু আরো যেন ঘন হয়েছে, কাঁচা-পাকা চুলের জায়গায় তার মাথা এখন পাকা রসুন। নিপেন ডাক্তারের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, হাড় বের করা মুখের চেহারায় ক্ষুধার্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভাবটা এখনো প্রকট।

ঠিক সাতটার সময় ভেতরের একটা দরজা খুলে উর্দি পরা বাটলার ঢুকলো। ঢুকলো এবং বেরিয়ে গেলো, কোনো কথা বললো না। লোকটা চলে যেতেই মোশাররফ চৌধুরী আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'চলুন, ডিনারটা সেরে ফেলা যাক, কি বলেন?'

চকচকে সাদা রঙে সাজানো ডাইনিং রুম। ব্রোকেডের সাদা পর্দা ঝুলছে দেয়ালে। চেয়ারগুলোও সাদা রং করা। দুটো টেবিল, একটা বড়, অপরটা ছোটো, তাও সাদা। বড় টেবিলটায় বিশ-পঁচিশজন লোক একসাথে বসে খেতে পারবে। ছোট টেবিলটা ডিম আকৃতির, চারদিকে পাঁচটা চেয়ার ফেলা হয়েছে। বৃদ্ধ সহাস্যে বললেন, 'যার যেখানে খুশি বসতে পারেন, শুধু আমার জন্যে মাথার দিকের চেয়ারটা খালি রাখুন।'

আবুল খায়ের আর জাহিদ হাসান বসলো এক দিকে, আরেক দিকে বসলো নিপেন ডাক্তার আর শফিকুর রহমান। টেবিলের গোড়ায় বসলো সাইফুল, মোশাররফ চৌধুরী বসলেন মাথার দিকে।

ডাইনিং রুমে ঢোকার একটাই দরজা দেখা গেলো। সবাই বসার পর বাটলার বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে সেটা বন্ধ করে দিলো। বিশাল একটা পর্দা কামরাটাকে দু'ভাগ করে রেখেছে, পর্দা সরিয়ে সেদিক থেকেই এলো উর্দি পরা ওয়েটার। সবাই বসেছে কি না দেখে নিয়ে চলে গেল পর্দার ওপাশে। লোকটা একাই ওদের সবাইকে পরিবেশন করলো।

বোঝা গেলো, ঘোষণা ইত্যাদি ডিনার শেষ হবার পর দেয়া হবে। সেটাই বোধহয় নিয়ম।

বাড়িতে কোনো মহিলা নেই, তাই বলে খাতির-যত্নের কোনো ত্রুটি হলো না। প্রথমে পরিবেশন করা হলো মুরগীর রোস্ট, তারপর এলো মোরগ-পোলাও আর কোর্মা। একা, তাই পরিবেশন করতে গিয়ে ঘেমে গেল ওয়েটার। এই বয়সেও প্রচুর খেতে পারেন মোশাররফ চৌধুরী, খেলেনও প্রচুর, সেই সাথে আর সবার খাওয়া-দাওয়া তদারক করলেন। যার যতোটা সাধ্য তারচেয়ে একটু বেশিই খেতে হলো সবাইকে। স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে প্রতিটি রান্না অপূর্ব লাগলো। ভূরিভোজনের পর যে যার চেয়ারে হেলান দিলো, রঙিন আশাটা সবার মনেই এবার ঘন ঘন উঁকি দিতে শুরু করেছে। টাকা বা সম্পদ কে না চায়, আর তা যদি খাটাখাটুনি ছাড়া আপনাআপনি আসে, এরচেয়ে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে। ক্ষীণ একটু সংশয় যাও বা ছিলো, খাতিরের বহর দেখে দূর হয়ে গেছে সেটা। ভাগ্য যে সুপ্রসন্ন, সে-ব্যাপারে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিছু তো পাওয়া যাবেই। প্রশ্ন হলো—কিছু, না অঢেল? কে জানে, হয়ত এতো টাকা, জীবনে ওরা কেউ অতো টাকা একসাথে চোখেও দেখেনি। হয়ত ওদের কাউকে আর খেটে খেতে হবে না, যা পাবে তা দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

একটা ব্যাপার একটু অদ্ভুতই লাগলো সাইফুলের। কোটিপতি কারো বাড়িতে এর আগে দাওয়াত খায়নি, কাজেই সঠিক নিয়মটা জানা নেই তার। কিন্তু তবু পরিবেশনের ভঙ্গিটা ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। আগে থেকে যদি বড় টেবিলটায় সব খাবার নিয়ে এসে রাখা হতো, ওয়েটারের অর্ধেক পরিশ্রম বেঁচে যেতো, কারণ পর্দা সরিয়ে বারবার তাকে ওদিকে যেতে হতো না। ব্যাপারটা আরো সহজ করা যেতো যদি বড় বড় ডিশ থেকে যার যেমন রুচি আর খিদেমতো নিজের প্লেটে তুলে নিতো খাবার। বড় কোনো ডিশ বা পাত্র ব্যবহারই করেনি ওয়েটার, প্রত্যেকের জন্যে আলাদাভাবে খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে সে। কারো কোর্মার পেয়ালা খালি হয়ে গেলে, নতুন আরেকটা ভরা পেয়ালা নিয়ে এসে দিয়েছে তাকে। সালাদ আর পানির ব্যাপারেও তাই। প্রত্যেককে আলাদা প্লেটে সালাদ দেয়া হয়েছে, যারটা শেষ হয়েছে তাকে আরেকটা প্লেট নিয়ে এসে দেয়া হয়েছে। পানির কোনো জাগ ছিলো না, ছিলো পাঁচজনের জন্যে পাঁচটা গ্লাস। খালি হলে, আরেকটা ভরা গ্লাস নিয়ে এসেছে ওয়েটার। বেচারার ছুটোছুটি দেখে মায়াই লাগছিল সাইফুলের। কে জানে, বড় লোকদের বাড়ির এটাই হয়ত নিয়ম, প্রত্যেককে আলাদাভাবে পরিবেশন করা।

টেবিল পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। এইমাত্র কফি দিয়ে গেলো ওয়েটার। সবাইকে সিগারেট অফার করলেন মোশাররফ চৌধুরী, তারপর নিজের পাইপে এরিনমোর তামাক ভরে ধূমপান শুরু করলেন। এই সময় আবার পর্দা সরিয়ে উদয়-হলো ওয়েটার, এগিয়ে এসে টেবিলে রাখলো বড় সাইজের একটা চিনেমাটির পেয়ালা। হলদেটে, তরল কি যেন রয়েছে তাতে। টেবিলের ওপর সেটা রেখে এক পা পিছিয়ে গেলো ওয়েটার, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পরীক্ষা করলো, তারপর আবার এগিয়ে এসে ডান দিকে এক ইঞ্চি সরালো পেয়ালাটা। অর্থাৎ টেবিলের ঠিক মাঝখানে রাখা হলো। টেবিলের যে প্রান্ত থেকেই মাপা হোক, সবার কাছ থেকে সমান দূরত্বে রয়েছে ওটা।

হলদেটে তরল একটা খাবার···খাবার কি? তাই যদি হয়, চামচ নেই কেন? চামচ থাকলেও প্রশ্ন উঠতো, একটা পেয়ালা থেকে সবাই খাবে?

সাইফুল লক্ষ্য করলো, পেয়ালা থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে। কৌতূহল নিয়ে সেটার দিকেই তাকিয়ে আছে সবাই। ওরা শুনতে পেলো, মোশাররফ চৌধুরী জানতে চাইছেন, 'জিনিসটা ভালোভাবে মেশানো হয়েছে তো?'

'জ্বী, স্যার,' বললো ওয়েটার।

'ঠিক আছে, তুমি এবার যেতে পারো। এখানে আর ঢুকবে না।'

পর্দা সরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো লোকটা। একটু পর একটা দরজা খোলার এবং সাথে সাথে বন্ধ হবার আওয়াজ শোনা গেলো। তারমানে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেলো লোকটা।

ওদের মধ্যে থেকে এতোক্ষণ পর প্রথম কথা বললো নিপেন ডাক্তার। সে আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো, 'কি আছে পেয়ালাটায়?' তার বোধহয় আশা, খাওয়া-দাওয়ার পালা এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

'এটা-সেটা অনেক জিনিস আছে,' হালকা সুরে বললেন বৃদ্ধ। 'ডিমের সাদা অংশ, মশুর ডাল—আরো অনেক কিছু, সব এক-সাথে মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে।'

'মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করলো নিপেন ডাক্তার, 'এক ধরনের দাওয়াই।'

'দাওয়াই···হ্যাঁ, তাও বলতে পারেন,' বললেন মোশাররফ চৌধুরী। 'আসলে, ওটা একটা প্রতিষেধক। টেবিলে বসা সবার দিকে একবার করে তাকালেন তিনি। ভদ্রলোক বোধহয় টেবিলের তলা বা আর কোথাও হাত দিয়ে একটা বোতাম টিপলেন, দেখা গেলো একমাত্র দরজাটা খুলে, ভেতরে না ঢুকে, দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাটলার।

মোশাররফ চৌধুরী কিন্তু তার দিকে তাকালেন না। শুধু জানতে চাইলেন, 'তোমাকে যে পিস্তলটা দিয়েছি, সেটা সাথে আছে তো?'

'জ্বী, স্যার,' জবাব দিলো বাটলার।

'ওখানেই থাকো। তুমি দেখবে এই কামরা থেকে কেউ যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। কেউ যদি বেরোবার চেষ্টা করে, কি করতে হবে তুমি জানো।'

দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেলো, তবে পুরোপুরি নয়। দুই কবাটের মাঝখানে চিকন একটা ফাঁক থাকলো।

ভরপেট খেয়ে বিভোর হয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছিল ওরা, আর পরিবেশটা বদলালো হঠাৎ করে, কাজেই প্রতিক্রিয়া শুরু হতে দেরি হলো, ধীর গতিতে বাড়তে শুরু করলো উত্তেজনা। সবাই যে একই সাথে সচেতন হতে শুরু করলো, তাও নয়—বিশেষ করে নিপেন ডাক্তার সেই সন্ধ্যে থেকেই আরাম-আয়েশ আর ভোগ-

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বিলাসের লোভে এমনই আত্মহারা হয়ে উঠেছে যে শত্রুতা আর মিত্রতার পার্থক্য বোঝার বুদ্ধিটুকুও খুইয়ে বসেছে সে। পিস্তলের উল্লেখ সত্ত্বেও তার টনক নড়লো না, মনে হলো যে-কোনো মুহূর্তে হাততালি দিয়ে উঠবে সে—তার বোধহয় ধারণা হয়েছে, মোশাররফ চৌধুরী মস্ত একটা হাসির অ্যাটম বোমা ছাড়ছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা যে কৌতুক নয়, বৃদ্ধের চেহারাই তার প্রমাণ। হাসিখুশি, বিনয়ী মানুষটা হঠাৎ করে বদলে গেছেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখ রক্তশূন্য হয়ে উঠলো, নিষ্ঠুর দেখালো তাঁকে। হাসি হাসি ভাব চেহারা থেকে উবে গেলো—প্রথমে সাইফুলের, তারপর আবুল খায়েরের। এরপর একে একে সবাইকেই স্পর্শ করলো ব্যাপারটা, এবং এক সময় জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এলো টেবিলে।

মোশাররফ চৌধুরী আবার মুখ খুললেন। জোরে নয়, রাগের সাথেও নয়, তাঁর কণ্ঠস্বরে নির্দয় একটা সুর ফুটে উঠলো, 'আমি তাকে চিনি, আমাদের মধ্যে খুনী রয়েছে একজন।'

পাঁচজন একসাথে আঁতকে ওঠায়, আচমকা শ্বাস টানার বিদঘুটে একটা হিস্‌স্‌ শব্দ উঠলো। সবাই হতভম্ব, হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না।

কঠিন চোখে একে একে সবার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। তাঁর হাতের পাইপটা থেকে এঁকেবেঁকে নীলচে ধোঁয়া উঠছে। অপর হাতটা তুলে, লম্বা তর্জনী দিয়ে সবাইকে তিনি চিহ্নিত করলেন। বললেন, 'আপনাদের এই পাঁচজনের একজন আমার ছেলেকে খুন করেছে।' বিরতি। 'গত বছর, এপ্রিল মাসের দুই তারিখে।' বিরতি। 'কিন্তু এখনো সে তার শাস্তি পায়নি।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

কেউ নড়লো না। নিস্তব্ধতা ভাঙলো সাইফুল। খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে বললো সে, 'দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসে কাজটা কি আপনি ঠিক করছেন, স্যার? মানে, আমি বলতে চাইছি, দেশে পুলিশ আছে, কোর্ট-কাচারি আছে, নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া কি ঠিক হচ্ছে? পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, আপনার ছেলে আত্মহত্যা করেছে। সেটা বিশ্বাস না করার কি...'

কথা বললেন না, যেন চাবুক মারলেন মোশাররফ চৌধুরী, 'এখানে আমি আলোচনা করতে বসিনি। বসেছি,' বলে তিনি থামলেন, বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'বসেছি শাস্তি দিতে।'

আবার শ্বাসরুদ্ধকর নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধলো। এক-একজন ওরা এক-একভাবে নিলো ব্যাপারটাকে। খুব যে ভয় পেয়েছে সাইফুল তা নয়, তার ধারণা মোশাররফ চৌধুরী কাজটা অন্যায় করছেন। তাঁর ছেলেকে কেউ খুন করেছে বলে যদি কোনো প্রমাণ তাঁর হাতে থেকেই থাকে, পুলিশকে জানানোই উচিত ছিলো। কবি কবি চেহারার জাহিদ হাসান নিঃশব্দে তিরস্কার করছে। তার দৃষ্টি দেখে মনে হলো, অবাধ্য ছাত্রের দিকে তাকিয়ে আছে শিক্ষক। আর নিপেনকে পেয়েছে অস্থিরতায়, সারাক্ষণ উসখুস করছে সে, কি করবে না করবে ভেবে পাচ্ছে না। প্রকাণ্ডদেহী শফিকুর রহমানকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখালো। এটা আসলে তার মুখোশ। ভেতরে ভেতরে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছে, হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলে আশ্চর্য হবার

কিছুই নেই। শুধু আবুল খায়েরের চেহারায় একটু রাগ রাগ ভাব দেখা গেলো। বিড়বিড় করে কিছু বললো সে, কিন্তু বোঝা গেলো না।

'কে খুন করেছে, আমি জানি,' আবার শুরু করলেন বৃদ্ধ। 'আপনাদের পাঁচজনের মধ্যে কে সে, তা-ও আমি জানি। তার পরিচয় জানতে একটা বছর সময় লেগেছে আমার। সে-ই যে খুন করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আমার হাতে প্রমাণ ইত্যাদি সবই এসে পৌঁচেছে।' ওদের কারো দিকে নয়, তাকিয়ে আছেন হাতের পাইপটার দিকে। 'পুলিশ, তারা আমার কথায় কান দেয়নি, দেবেও না। তাদের ধারণা, আমার ছেলে আত্মহত্যা করেছে। প্রথম দিকে কোনো প্রমাণই ছিলো না, আর এখন যে-সব প্রমাণ পেয়েছি, সেগুলো ওদের চোখ খোলার জন্যে যথেষ্ট কিনা সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।' চোখ তুললেন তিনি। 'কিন্তু আমার ছেলের খুনীকে শাস্তি দিতে চাই।' শার্টের বুক পকেট থেকে তিনি একটা গোল আকৃতির পকেট-ঘড়ি বের করে টেবিলের ওপর নিজের সামনে রাখলেন। একটু ঝুঁকে পড়ে সময় দেখলেন, তারপর বললেন, 'ন'টা বাজে। এখন থেকে ঠিক আধঘণ্টা পর, খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টা পর, আপনাদের মধ্যে থেকে একজন মারা যাবে। আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন, সবাইকে আলাদা আলাদাভাবে ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে? শুধু একজনের খাবারে, তার সবগুলো খাবারে, মেশানো ছিল বিষ।' সবার কাছ থেকে সমান দূরত্বে, টেবিলের মাঝখানে রাখা পেয়ালাটার দিকে তাকালেন তিনি। 'ওতে রয়েছে প্রতিষেধক। আইন হাতে তুলে নিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। খুনীকে একটা সুযোগ আমি দিতে চাই। সে উঠে দাঁড়াক, নিজের অপরাধের কথা সবার সামনে স্বীকার করুক, ওটা খেয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাক। কিংবা সে যদি চুপ করে থাকতে চায়, থাকুক। মুখ ফুটে স্বীকার না করে মরতে চাইলে, মরুক। এখন থেকে ঠিক পঁচিশ মিনিট পর আগাম কোনো ওয়ার্নিং না দিয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে সে। পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না।'

সবারই যেটা প্রশ্ন, সেটা বেরিয়ে এলো আবুল খায়েরের মুখ থেকে, 'কিন্তু কোনো ভুল হয়নি তো? একজনের খাবার আরেকজন খেয়ে ফেলিনি তো আমরা কেউ?'

আশ্বাস দিয়ে মোশাররফ চৌধুরী বললেন, 'না, ভুল হয়নি। ওয়েটারকে সব ভালো ভাবে বলা ছিলো। তাকে আমি রিহার্সেলও দিইয়েছি। খুনী ছাড়া আর কারো কোনো বিপদের ভয় নেই।'

কিন্তু আবুল খায়ের আশ্বস্ত হতে পারলো না। 'এতক্ষণে উনি বলছেন! পেট ভরে খাইয়ে, হজম করানোর কি সুন্দর ব্যবস্থা! তারচেয়ে খুনীকে কেন আগে খাওয়াননি, তাহলে আমরা সবাই···'

'চুপ করুন!' কে যেন ধমকে উঠলো, আসলে আতংক চেপে রাখার এটা তার একটা ব্যর্থ প্রয়াস।

'আর বিশ মিনিট,' শান্ত গলায় বললেন বৃদ্ধ।

'আপনি বোধহয় সুস্থ নন,' বিড় বিড় করে বললো সাইফুল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

জবাব এলো, 'আপনার একমাত্র ছেলে কি খুন হয়েছে?'

ক্যাঙারুর মতো তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো নিপেন ডাক্তার। 'আমি যাচ্ছি। কেউ আমাকে ধরে রাখতে পারবে না!' কর্কশ স্বরে বললো সে।

দরজার চিকন ফাঁকটা বড় হলো, ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকলো একটা পিস্তলের কালো ব্যারেল। 'লোকটা যদি না বসে, ওকে তুমি গুলি করে মেরে ফেলতে পারো,' নির্দেশ দিলেন মোশাররফ চৌধুরী।

চাবুক খাওয়া বিড়ালের মতো পড়িমরি করে ছুটে এসে চেয়ারে বসে পড়লো নিপেন, বসার পর শফিকুর রহমানের বগলের নিচে ঢুকে গিয়ে নিজেকে লুকাবার চেষ্টা করলো সে। দরজাটা আবার বন্ধ হলো বটে, কিন্তু এবারও সরু একটু ফাঁক থেকেই গেলো।

'আঠারো মিনিট।'

ভাঁজ করা হাত দুটো টেবিলে রেখে, সেগুলোর আড়ালে মাথা লুকালো শফিকুর রহমান। চিৎকার করে বললো, 'আমার আর সহ্য হচ্ছে না! আমাকে যেতে দিন! আমি কাউকে খুন করিনি।'

'আমার পেট ব্যথা করছে,' আতংকে পেট চেপে ধরলো আবুল খায়ের। 'ভুল করে বোধহয় আমাকেই খাওয়ানো হয়েছে···'

বৃদ্ধ মোশাররফ চৌধুরী কথা না বলে ঝুঁকে পড়ে পকেট-ঘড়িতে সময় দেখলেন। আবুল খায়ের ফোঁপাতে শুরু করলো।

'এটা একটা পদ্ধতি হলো?' ফোঁস করে উঠলো সাইফুল। 'আপনার হাতে যদি সত্যি কোনো প্রমাণ থাকে···'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'এটাই আমার পদ্ধতি,' মোশাররফ চৌধুরী বাধা দিয়ে বললেন, 'খুনীকে আমি একটা সুযোগ দিয়েছি। ইচ্ছে করলে সে বিকল্পটা বেছে নিতে পারে। আর চোদ্দ মিনিট। একটা কথা বলে রাখি, প্রতিষেধক খেতে যতো দেরি করা হবে, ওটার কার্যকারিতা ততোই কমতে থাকবে। বেশি দেরি করা হলে, কোনো কাজেই আসবে না।'

পেটে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো সাইফুলের, যেন কংক্রিটের একটা চাঙ নড়াচড়া করছে। তার মনে হলো, নড়াচড়ার ফলে ব্যথাও হচ্ছে। মনের ভুল বলে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেও সফল হলো না সে। চিনেমাটির পেয়ালার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো একবার।

দু'এক মুহূর্ত পরপর সবাই তাই করছে। হাতের আড়াল থেকে আবার মাথা তুলেছে শফিকুর রহমান, মুখের চেহারা কাঁদো কাঁদো। নিপেন ডাক্তার চোরা চোখে এর তার দিকে তাকাচ্ছে আর অনবরত নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত দেখালো জাহিদ হাসানকে। তার হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে, যেন চিনেমাটির পেয়ালাটা ওদের মধ্যে কে তুলে নেয় সেটা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে সে।

হঠাৎ করেই হাত বাড়ালো আবুল খায়ের। দম আটকে গেলো সবার। তার হাত পেয়ালার কাছে পৌঁছুলো, দেখা গেল দু'হাত দিয়ে একটা এন্টাসিড ট্যাবলেটের মোড়ক খুলছে সে। ট্যাবলেট-

টা বের করে মুখে পুরলো সে, বললো, 'বুকটা একেবারে জ্বলে যাচ্ছে!' বোঝা গেল, ওটা একটা ফল্‌স্‌ অ্যালার্ম ছিল।

আড়ষ্ট স্বরে কে যেন হেসে উঠলো, কান্নারই নামান্তর বলা চলে সেটাকে। চোখ থেকে গগল্‌স্‌ নামালো [illegible]র হাসান, রুমাল দিয়ে কাঁচ দুটো জোরে ঘষে ঘষে মুছতে শুরু করলো, যেন অপেক্ষার শেষ হলো না দেখে হতাশ হয়েছে সে।

'আপনার প্রতি আমাদের সহানুভূতি যাও বা ছিলো...' শুরু করলো সাইফুল।

'কে চেয়েছে সহানুভূতি?' কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ। 'আমি শাস্তি দিতে চাই। প্রতিশোধ নিতে চাই। তিন তিনটে মানুষকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। আমার ছেলে, আমার বৌমা, ওদের প্রিম্যাচিওরড সন্তান। এর আমি প্রতিশোধ নেবো না?'

শফিকুর রহমান দু'হাত দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরলো। 'আমি দম নিতে পারছি না!' চিৎকার জুড়ে দিলো সে। 'আমাকেই খাইয়েছে। ডাক্তার, হাসপাতাল—খোদার দোহাই, আপনারা আমাকে সাহায্য করুন!'

আর কিছু না, শুধু লোকটাকে শান্ত করার জন্যে সাইফুল তাড়াতাড়ি বললো, 'হার্টের চারপাশে গ্যাস জমলে এরকম মনে হয়। শিওর না হয়ে বোকার মতো কিছু করে বসবেন না!'

'বোকার মতো কিছু করে বসবেন না।' সাইফুলকে ভেংচালো লোকটা। 'মরে গেলে আপনি আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন?'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'ওনাকে পুলিশে দেয়া উচিত,' বললো জাহিদ হাসান। এই প্রথম তাকে বিচলিত হতে দেখা গেলো। তার গগলসের কাঁচ ঝাপসা হয়ে গেছে, ফলে চোখের দৃষ্টি বোঝা যাচ্ছে না।

'আর দশ মিনিট,' বললেন তিনি, সম্পূর্ণ নির্বিকার দেখালো তাঁকে। 'মনে হচ্ছে, খুনী সাংঘাতিক জেদী লোক। স্বীকার করার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো বলে মনে করছো তুমি, তাই না?' মুচকি একটু হাসলেন তিনি।

দ্রুত চিন্তা করছে সাইফুল, বুড়োর মাথায় একটা চেয়ার ভাঙলে কেমন হয়?

সময় বয়ে যাচ্ছে। 'আর পাঁচ মিনিট। এখন থেকে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ওটা যদি গেলা না হয়, ধরে নেয়া যায় তারপর আর কাজ করবে না।' কথা শেষ করে টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিলেন তিনি, যেন সময় দেখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

গলায় হাত দিয়ে অঁক অঁক আওয়াজ করতে শুরু করলো শফিকুর রহমান, মনে হলো বমি করে ফেলবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এবার নিয়ে তিনবার কাঁচ মোছার জন্যে চোখ থেকে গগলস নামালো জাহিদ হাসান।

ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল, দৃষ্টি দিয়ে কেউ অনুসরণ করার সুযোগই পেলো না। এক জোড়া হাত ছুটে গেলো পেয়ালাটার দিকে। ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো সেটা। পরমুহূর্তে একটা মুখ পেয়ালার আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল। হলদেটে তরল প্রতিষেধক ঢক ঢক করে খেয়ে চলেছে, ঢোক গেলার আওয়াজ-

গুলো বিস্ফোরণের মতো বাজলো সবার কানে। তারই সাথে যোগ হলো আহত পশুর মতো একটা গোঙানি। এতো দ্রুত ঘটলো, প্রথম কয়েক সেকেণ্ড বুঝতেই পারলো না সাইফুল, কে খাচ্ছে। একজন একজন করে সবার দিকে তাকাতে হলো তাকে, চেহারা দেখে দেখে বাদ দিয়ে যাচ্ছে। তারপর বুঝলো, যে-লোক-টা আবুল খায়েরের পাশে বসেছিল। কবি কবি চেহারার জাহিদ হাসান। ডিনারের পর সবচেয়ে কম কথা বলেছে যে। পেয়ালার আড়ালে মুখ-ঢাকা পড়লেও, তার কণ্ঠ দেখতে পেলো সাইফুল, ঘন ঘন উঠছে আর নামছে।

তারপর হঠাৎ করেই পেয়ালাটা একদিকে ছুঁড়ে দিলো সে। সাদা দেয়ালে বাড়ি খেয়ে কয়েক টুকরো হয়ে গেলো সেটা। এখন আবার তার চেহারা দেখতে পেলো ওরা। কয়েক সেকেণ্ড কথা না বলে থরথর করে শুধু কাঁপলো সে। কথা বলার শক্তি অবশ্য কারুরই নেই, শুধু হয়তো মোশাররফ চৌধুরী বাদে। তবে তিনিও চুপ করে থাকলেন, শুধু ঠাণ্ডা নির্দয় চোখে তাকিয়ে আছেন জাহিদ হাসানের দিকে।

হাঁপাচ্ছে সে, মুখের চেহারা বিকৃত। 'বাঁচবো তো? আমি বাঁচবো তো··?'

বৃদ্ধ মোশাররফ চৌধুরী বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করলেন, আর সবাইকে লক্ষ্য করে কথা বললেন, কিন্তু চোখ থাকলো জাহিদ হাসানের দিকে। 'এখন তাহলে আপনারা জানলেন। আমি যে ভুল করিনি সেটা প্রমাণ হয়ে গেলো।'

দু'হাত দিয়ে মাথার দু'পাশ চেপে ধরেছে জাহিদ হাসান।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

হঠাৎ করেই কথার তুবড়ি ছুটলো তার মুখ থেকে, যেন শ্বাসরুদ্ধ-কর নীরবতার পর সব উগরে দিতে পেরে আরাম বোধ করছে সে। 'মেরেছিই তো, মারবোই তো! নেই, আমি খুশি। ধনীর দুলাল, যার স-ব আছে। কিন্তু কি অদ্ভুত খেয়াল, বাপের একটা পয়সাতেও হাত দেবে না! নিজের পায়ে দাঁড়াবে। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবে! ইচ্ছে করলে আপনার যে-কোনো অফিসে একটা চাকরি নিতে পারতো, পারতো না? তা নেবে কেন, তা-হলে যে লোকে বলবে বাপ তাকে সাহায্য করেছে! কাজেই চাকরির খোঁজে বেরুলো, আর ভাঁজ খেলো এসে আমি যেখানে চাকরি করি, সেখানে। তাও যদি নিজের পরিচয় গোপন করতো! কার ছেলে, সেটা জানাতে ভুললো না, তা না হলে যে চাকরি হয় না। কর্তারা মোশাররফ চৌধুরীকে তোয়াজ করতে চাইবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাঁর ছেলেকে চাকরি না দিয়ে ফিরিয়ে দেয় কিভাবে! ছেলেকে চাকরি দিলে, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী বাপের কাছ থেকে নানারকম সুযোগ-সুবিধে আদায় করা যাবে, এটাও তারা ভেবে দেখলো। কিন্তু আমার কথা ভাবলো না কেউ। ভাবলো না, জীবনের সেরা বছরগুলো তাদের কাজ করেছি আমি। ভাবলো না, আমারও বউ-ছেলেমেয়ে আছে। ভাবলো না, আমি প্রভাবশালী বাপের ছেলে নই যে পরিচয় দিয়ে কোথাও আরেক-টা চাকরি যোগাড় করে নেবো। তারা আমার চাকরি নট করে দিলো।

'জানেন আপনি, কি দুর্ভোগ আমাকে পোহাতে হয়েছে? রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে, পায়ে হেঁটে মাসের পর মাস চাকরির

খোঁজে খালি পেটে অফিস পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছি। জানেন, অভাবের তাড়নায় আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে? জানেন, পকেটে পয়সা না থাকায় রাতে বাড়ি ফিরিনি, স্টেশনে বসে থেকেছি, আর ঘরে আমার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা খেতে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে? হ্যাঁ, আমি তার মরণ চেয়েছিলাম। আমার জায়গায় আর কেউ হলে, চাইতো না সে?

'আমি তাকে হুমকি দিয়ে ক'টা চিঠি দিয়েছিলাম, সেগুলো পেয়েই আপনি জানতে পেরেছেন। কিন্তু…'

কথা না বলে বৃদ্ধ শুধু এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন।

'তারপর হঠাৎ করেই তাকে সেদিন আমি এলিভেটরে পেয়ে গেলাম,' আবার শুরু করলো জাহিদ হাসান। চোখে গগলসটা নেই, পেয়ালাটা ছুঁড়ে ফেলার সময় কোথাও পড়ে গেছে। 'সে আমাকে দেখতে পায়নি। দেখলেও চিনতে পারতো বলে মনে হয় না। কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাই। দেখেই চিনতে পারি। তারপর আমরা পড়ে গেলাম—আমার আশা হলো, ও হয়ত মারা গেছে। কিন্তু না! অন্ধকারে অপেক্ষা করতে করতে আই-ডিয়াটা একটু একটু করে ঢুকলো মাথায়। ছাদ কাটা শুরু হতে কান ফাটানো আওয়াজ পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, এরকম সুযোগ আসবে না। প্রতিশোধ নিতে হলে এই সুযোগ। তাকে আমি জড়িয়ে ধরলাম। ইচ্ছে ছিলো গলা টিপে মারবো। কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিস্তল বের করলো সে। আমাকে বোধহয় আতংকে উন্মাদ একজন বলে ভেবেছিল। আতংকে নয়, প্রতিশোধে উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম আমি। কি করতে যাচ্ছি, আমি জানতাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'তার হাতটা আমি ধরে ফেলি। পিস্তলটা নয়, পিস্তল ধরা হাতটা। আর কিছু না, ধরে শুধু ঘুরিয়ে দিলাম। তাতে পিস্তলের মুখটা তার বুকে ঠেকল, ঠিক হার্টের ওপর। "পুতুল! পুতুল!" বলে চিৎকার করে উঠলো সে। ওটা তার স্ত্রীর নাম, আমার নয়। ট্রিগারে তার আঙুলই ছিলো, আমি শুধু তার আঙুলের ওপর চাপ দিলাম। তার পিস্তল, সেই ট্রিগার-টানলো। কাজেই পুলিশ ঠিক বলেছে, একদিক থেকে এটা আত্মহত্যাই।

'ছোট জায়গা, পড়ে না গিয়ে আমার ওপর হেলান দিয়ে থাকলো সে। তাড়াতাড়ি তার আগে আমিই শুয়ে পড়লাম, আমার ওপর পড়লো সে। আমার গায়ে কিছুক্ষণ রক্ত ঝরালো, তারপর মরে গেলো। ওরা যখন আমাদেরকে উদ্ধার করতে এলো, ভান করলাম আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি।'

বিড়বিড় করে বৃদ্ধ বললেন, 'খুনী! খুনী! তাকে তুমি একটা সুযোগ কেন দিলে না, তার ভুল তাকে দেখিয়ে দিতে পারতে তুমি, কাপুরুষের মতো ওই কাজটা করলে কেন! খুনী! খুনী!'

নিচু হয়ে মেঝের দিকে ঝুঁকলো জাহিদ হাসান, পড়ে যাওয়া গগলসটা তুলবে। টেবিলের মাথা আর তার মুখ একই লেবেলে রয়েছে। খেঁকিয়ে উঠলো সে, 'আমার কথা সবাই শুনলো বটে, কিন্তু কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। কাজটা কেউ আমাকে করতে দেখেনি। গাঢ় অন্ধকার ছিলো।'

ফিসফিস করে বৃদ্ধ বললেন, 'আর সেই অন্ধকারেই যাচ্ছো তুমি।'

হঠাৎ করেই টেবিলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেলো জাহিদ হাসা-

নের মুখ। তার খালি চেয়ারটা একপাশে কাত হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেলো।

ওরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়লো। মেঝেতে পড়ে থাকা জাহিদ হাসানের দিকে ঝুঁকলো। সবাই, শুধু মোশাররফ চৌধুরী বাদে। কোমর সোজা করে দাঁড়ালো সাইফুল। বললো, 'ও মারা গেছে। প্রতিষেধক কাজ করেনি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'ওটা প্রতিষেধক ছিলো না। ওটাই ছিলো বিষ। খাবারের সাথে তাকে বিষ দেয়া হয়নি। নিজের অপরাধের শাস্তি নিজেই নিয়েছে ও, এতেই আমি খুশি। পেয়ালা থেকে ও বিষ খাওয়ার আগে আমি জানতাম না, কে খুনী। আমি শুধু জানতাম, আমার ছেলে আত্মহত্যা করতে পারে না। ছাদ কাটার আওয়াজ তাকে উন্মাদ করে তুলেছিলো, এটা সত্যি নয়—জন্ম থেকেই কানে একটু কম শুনতো আশরাফ।'

চেয়ার ঠেলে এবার উঠে দাঁড়ালেন মোশাররফ চৌধুরী। 'মিথ্যে কথা বলে আমি আপনাদের ডিনার খেতে ডাকিনি। আশরাফের সয়-সম্পত্তি এবং ব্যাংক ব্যালেন্স আপনাদের চারজনকে সমান চার ভাগে ভাগ করে দেয়া হবে। উকিলকে সব বলা আছে, আমার অনুপস্থিতিতেও কাজটা আটকাবে না। এবার, পুলিশে খবর দিন। তারা আমাকে নিয়ে যাক। দেশের আইন আর কোর্ট সিদ্ধান্ত নিক আমি তাকে খুন করেছি, নাকি তার অপরাধ বোধ তাকে খুন করেছে।

['ডিনার' গল্পটি William Irish-এর 'After-dinner Story' অবলম্বনে রচিত।]

BanglaBook.org